আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস আজ

২০১৪ সালের মধ্যে শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন হচ্ছে না

● এনজিওর মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের নতুন প্রকল্প

রফিক উদ্দিন

আজ ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল ২০১৪ সালের মধ্যে দেশে শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায় নতুন প্রকল্পের 'মৌলিক সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা' মাধ্যমে সাক্ষরতার হার বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। আর সরকারের শেষ সময়ে নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে এনজিওদের, যা নিয়ে ইতোমধ্যে বিতর্ক উঠেছে। এ নতুন প্রকল্পের মেয়াদ ধরা হয়েছে আরও তিন বছর বেশি। অভিযোগ উঠেছে, চটিকয়েক এনজিওর স্বার্থ রক্ষায় প্রকল্পটির অনুমোদনের সব প্রক্রিয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী সংবাদকে বলেন, 'এনজিওর মাধ্যমে মোটামুটি কাজ চালিয়ে নেয়া যায়, সরকারের লক্ষ্য অর্জন বা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায় না। কারণ দাতাসংস্থাগুলো কোন প্রকল্পে অর্থায়ন করলে তারা কিছু শর্ত জুড়ে দেয়। তাদের শর্তানুযায়ী প্রকল্পে এনজিওদের মাধ্যমে প্রকল্পের একটি বিরাট অংশ তাদের স্বার্থেই ব্যয় হয়ে যায়।'

এবার সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, 'আমরা সবাই হবো সাক্ষর আর দক্ষ, এটাই হোক এই প্রয়াসের লক্ষ্য।' দিবসটি যথাযথভাবে উদযাপনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার ৫৯ দশমিক ৮ ভাগ। যদিও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, বর্তমানে সাক্ষরতার হার প্রায় ৭১ ভাগ।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ২০১৪ সালের মধ্যে শতভাগ নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে 'মৌলিক সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা' সাক্ষরতার লক্ষ্য অর্জনে সার্থ হয়ে শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা বর্তমানে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে আছে। ৬৪ জেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম চলবে ২০১৭ সাল পর্যন্ত। প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ৪৫ লাখ নিরক্ষর লোককে মৌলিক সাক্ষরতা দেয়া হবে। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে প্রায় ৫শ কোটি টাকায় এই প্রকল্প এনজিওর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। মাঠ পর্যায়ে

সাক্ষরতা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

স্বাক্ষরতা : অর্জন

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

জেলা ও উপজেলা প্রশাসন নিরক্ষরতা দূর করার জন্য 'এনজিও' নির্বাচন করবে, গণশিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলেছেন, গত ১২ বছর ধরে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পদক্ষেপ নেয়া হয়। কিন্তু কোন প্রকল্পেই সফলতা আসেনি। শুধু প্রকল্পে বরাদ্দ টাকা লুটপাট ও তছরূপ হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের নামে কর্মকর্তা বিদেশে ভ্রমণ করেছে, স্থানীয় এনজিওগুলো প্রকল্পের টাকা লুটপাট করেছে। ২০১২ সালেও ছাত্রলীগের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূর করার উদ্যোগ নিয়েছিল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এটি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হলে নিরক্ষরতা দূরীকরণে ছাত্রলীগকে কাজে লাগানো হয়নি। এসব কারণে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হয়নি। এই অবস্থার মধ্যে আজ পালন হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. আফছারুল আমীন কোন বক্তব্য দিতে রাজি হননি। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনের জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদন পেলে হয়তো কিছু কাজ করা যাবে। সাক্ষরতার হার শতভাগ না পৌঁছানোর জন্য গত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারকে দায়ী করে তিনি বলেন, ওই সরকারের সময় ১,৮২৫ দিন সাক্ষরতার হার বাড়ানো প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ ছিল। তা না হলে এতদিনে সাক্ষরতার হার শতভাগে পৌঁছত।

নতুন প্রকল্পের ডিপিপিতে (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা) বলা হয়েছে, ৬৪ জেলার আড়াইশ উপজেলায় 'মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প' বাস্তবায়ন হবে। প্রকল্প এলাকায় নতুনভাবে কোন বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন না করে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুটি কক্ষে একই সময়ে দুটি ব্যাচ (পুরুষ ও মহিলা) পরিচালনা করতে হবে। প্রতি কেন্দ্রে ৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার পর কেন্দ্রগুলো চালু করতে হবে। যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেখানে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে অথবা প্রয়োজনে কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ঘর ভাড়া করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত এনজিও প্রকল্পের জন্য শিক্ষক ও সুপারভাইজার নিয়োগ করবে। প্রকল্পের অর্জিত সাফল্যের জন্য বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরীক্ষা বা মূল্যায়নের আয়োজন করা হবে।

সরকারিভাবে আজ সকাল সাড়ে ৯টায় রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে দিবসটির উদ্বোধন করবেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. আফছারুল আমীন। এর আগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে একটি র‌্যালি বের করা হবে সকালে। এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন ও সচিব কাজী আখতার হোসেন। এছাড়া বেসরকারি সংস্থা 'আমার অধিকার ক্যাম্পেইন' দিবসটি উপলক্ষে আজ সকাল সাড়ে ১০টায় ও সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান-সুপ্র সকাল ১০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন পালন করবে।

গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, বিগত সাড়ে চার বছরে বর্তমান সরকার সাক্ষরতার হার ১৯ ভাগ বৃদ্ধি করেছে। গত ৫৬ মাসে সাক্ষরতার হার বাড়িয়ে ৭০ থেকে ৭১ ভাগে উন্নীত হয়েছে। আওয়ামী লীগের বিগত সময়ে (১৯৯৬-২০০১) সাক্ষরতার হার ৬২ ভাগে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু বিগত চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে তা ৫২ ভাগে নেমে আসে। কারণ ওই সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বন্ধ করে দেয়ায় সাক্ষরতার হার কমে যায়। এই সরকার বয়স্ক প্রকল্প, আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোকে কার্যকরসহ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করায় সাক্ষরতার হার বেড়েছে।

গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন বলেন, ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সের মানুষদের সাক্ষর করার লক্ষ্য নেয়া হয়েছে। ৪৫ বছর বয়সের ঊর্ধ্বেও অনেক লোক নিরক্ষর থাকলেও তারা খেয়াল হারিয়ে ফেলে। ফলে তাদের এর আওতায় আনা যাচ্ছে না। এজন্য ২০১৪ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার শতভাগ হচ্ছে না বলেও প্রতিমন্ত্রী জানান।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী : রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ গতকাল এক বাণীতে বলেছেন, দেশের সার্বিক উন্নয়নে সাক্ষরতার কোন বিকল্প নেই। সাক্ষরতা মানুষকে আলোকিত ও কর্মদক্ষ করে উৎপাদনশীল মানবসম্পদে পরিণত করে। এ সত্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেই বর্তমান সরকার ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের মাধ্যমে সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক বাণীতে বলেছেন, দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করতে সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদের কোন বিকল্প নেই। মানবসম্পদ উন্নয়নে বর্তমান সরকার দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তিনি ... আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে সকল বৈষম্য দূর করে শিক্ষার গুণগতমা...